ধারাবাহিক উপন্যাস
একটি মাধবী -৯
জসিম মল্লিক

(পূর্ব প্রকাশের পর)
১৩.
কাপ্তাই। বিকেলের দিকে এখানে এসে পৌঁছেছে বজলু। বজলুর এক কাজিন আছে আর্মির মেজর, আকবর হোসেন নাম। সেই এখন কাপ্তাই বাঁধ এলাকার ইনচার্জ। কাপ্তাই ড্যাম এখান থেকে খানিকটা দুরে। ওরা একটা রিসোর্টের বাইরে চেয়ারে বসে গল্প করছিল। ফেরার সময় বাঁধ এলাকা ঘুরে যাবে। এখন যেখানে বসে আছে খুব সুন্দর জায়গাটা। একটু আগেই আর্মির স্পীডবোট দিয়ে পুরো কাপ্তাই লেক ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। বজলুর সাথে এসেছে মতিউর আর চট্টগ্রামের বন্ধু কুতুবি। কুতুবি একজন ব্যাংকার। ঢাকা ব্যাংকের বড় অফিসার। এত সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য চারিদিকে যে মন ভরে যায়। চারিদিকে উচু উচু পাহাড়। ওদিকটায় পাঁচশ মাইল পর্যন্ত শুধু বনভূমি। পুরো এলাকাটা আর্মির নিয়ন্ত্রণে। শান্তি বাহিনীর উৎপাত কমে গেছে। তবে বৃক্ষ চোরদের উৎপাত আছে। জানা যায় ফরেষ্ট এরিয়ার গাছপালা চুরি না হলে প্রতি বছর এই খাত থেকে সরকার দশহাজার কোটি টাকা রাজস্ব অর্জন করতে পারতো।
ঢাকা ছাড়ার পর থেকেই এত ভাল লাগছে! ঢাকা শহরটা যেনো একটা ওভেনের মতো হয়ে গেছে। সর্বত্র দম বন্ধ করা উচু উচু দালান, গাছ গাছালি নেই বললেই চলে, পার্কগুলো দখল হয়ে গেছে। কিভাবে ওই শহরে এত মানুষ টিকে আছে কে জানে। দিনে রাতের অধিকাংশ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। শরীর পুড়তে থাকে। রাস্তায় চলাচল করা যায় না জান যটের কারণে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা যেতেই দিন পার। বাইরের দেশে থাকার কারনে বজলুর একটু অসুবিধা হয়। তবে সয়ে যায় সবকিছু।
কিছু রাজনীতিবিদ আর সরকারী কর্মচারীদের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে দেশের কোনো অবকাঠামোই ঠিকমত দাঁড়াতে পারেনি। দেশের সরকার প্রধানরা তার সাঙ্গ পাঙ্গদের নিয়ে প্রতিযোগিতা করে দুর্নীতি করেছে। দেশের সাধারন মানুষের বিশ্বাসকে পূঁজি করে তাদের শুধু ঠকিয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে জেলে যাওয়াকেও তারা লজ্জার মনে করে না। জেলে বসেও হম্বিতম্বি করে। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কখনও স্বীকার করেনা যে সে দুর্নীতি করেছে। কথায় আছে চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনী। বজলুর যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে সব দুর্নীতিবাজদের জাহাজে ভরে সাগরে ফেলে দিয়ে আসতো। যে যখন ক্ষমতায় যায় সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে। কথায় আছে যে যায় লঙ্কা সেই হয় হনুমান।
সুস্থ হওয়ার পরই ডাক্তারের পরামর্শে চেঞ্জের জন্য প্রথমে এসেছে কক্সবাজার। বেশ কয়েকদিন অসুখে ভুগেছে বজলু। অসুস্থতার কয়েকদিন বড়ই বোরিং কেটেছে সময়। ঢাকার লোকজন এত ব্যস্ত যে কারো দেখা করতে আসারও সময় নেই। লোকজন যতনা ব্যস্ত

তারচেয়ে বেশী ব্যস্ততার ভান করে বলে বজলুর মনে হয়েছে। বাড়িতে কাউকে জানায়নি অসুস্থতার কথা। জানিয়ে দরকার কি। মতিউরের ফ্যামিলির লোকজন যা করছে ওর জন্য তা ভোলার নয়। কক্সবাজার থেকে এসেছে চট্টগ্রাম শহরে কুতুবির সাথে। ওখান থেকেই কাপ্তাই।
কক্সবাজার দু'দিন ছিল। মতিউর শাংহাই থেকে ফিরে এসেই বলল, চল ঘুরে আসি।
বজলু বলল কোথায়!
কক্সবাজার!
বজলুও চাচ্ছিল ঢাকার দমবন্ধ পরিবেশ থেকে দুরে কোথাও যেতে। কিন্তু কাউকে বলতে ইচ্ছে করেনি। কাউকে বদার করতে ইচ্ছে করে না। মানুষের মধ্যে ভীষন কৃত্তিমতা বজলুকে বেশ অবাক করে।
মজার ব্যাপার বজলু আগে কখনও কক্সবাজার যায়নি। সে পৃথিবীর অনেক সমুদ্র সৈকতে গেছে কিন্তু কক্সবজার যাওয়া হয়নি। কক্সবাজার এসে বজলু এতটাই মুগ্ধ হলো যে খুশীতে চোখে পানি এসে গিয়েছিল। এত সুন্দর সমুদ্র সৈকত যে নিজের দেশেই আছে তা বজলু ভাবতেই পারেনি! একটু যত্ন নিলে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত হতে পারে পৃথিবীর সেরা সমুদ্র সৈকতের একটি। আয় হতে পারে অনেক বৈদেশিক মুদ্রা। আইনশৃংখলা ভালো থাকলে সারা পৃথিবীর পর্যটকরা ছুটে আসতো বাংলাদেশ এমনটাই মনে হয় বজলুর কাছে।
যে হোটেলে উঠেছে সেটাও খুব সুন্দর। হোটেলের জানালা থেকে সৈকতের ফেনিল জলরাসি দেখা যায়। অপরূপ সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দেখে মুগ্ধ হতে হয়। নারী পুরুষরা ছুটা ছুটা করছে। ছুটে যাচ্ছে পানিতে। জেলেরা মাছ ধরছে। আহা কী অপূর্ব এই দেশ! বজলুও নেমে পড়েছেল পানিতে। খুব মজা করেছে।
প্রথম দিনই সাগর পাড়ে পরিচয় হয়ে গেলো সুরাইয়ার সাথে। কাকতলীয়ভাবে সুরাইয়াও উঠেছে একই হোটেলে। আলাপ করে জেনেছে। সুরাইয়া এসেছে ঢাকা থেকে। একটা গ্রুপের সাথে। সুরাইয়ার বন্ধুর ডিপার্টমেন্টের সাথে। সুরাইয়া গেষ্ট। সুরাইয়ার এক ভাই থাকে চট্টগ্রাম।
সকালে ভলভোর লাক্সারি বাসে খুব ভোরে কক্সবাজার এসে পোঁছেছে বজলুরা। ইচ্ছে করেই গাড়ি নিয়ে আসেনি। এত আরামদায়ক বাস থাকতে কে গাড়ি নিয়ে আসে! হোটেলে উঠেই ব্রেকফাস্ট করে একটু ফ্রেস হয়ে বীচের ড্রেস পড়ে ছুটে এসেছিল সূর্যোদয় দেখতে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে আবার এলো। তখনই সুরাইয়ার সাথে পরিচয়। সুরাইয়া সিক্ত বসনা হয়ে আরাম করছিল ছাতার নিচে বসে। মেয়েটির সাথে ওর চেয়ে কমবয়সী দেখতে একটি সুন্দর মেয়ে। মতিউর আর কুতুবি কোথায় যেনো ঘুরছে। কুতুবি চিটাগাং থেকে এসে জয়েন করেছে ওদের সাথে।
একটু আগেও মেয়েটির সাথে পানিতে ছুটা ছুটি করছিল। বজলু মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। মেয়েটি জিন্সের প্যান্ট আর ফতুয়া পড়া। খালি পা। ফর্সা দুটি পা দিয়ে বালুতে আঁকি বুঁকি করছিল। সাধারনের চেয়ে একটু মোটা মতো মেয়েটিকে দেখতে বড়ই আকর্ষনীয় লাগছিল। চোখে

চশমা। বেশ পাওয়ার বোঝা যায়। চশমার গ্লাসে পানির ফোটা জমে আছে। বজলু দুর থেকে কয়েকটি ছবি তুলল। যদিও এটা শোভন নয়। মেয়েটি কী দেখেছে ছবি তুলতে! মেয়েটি ওর দিকেই আসছে! কিছু বলবে নাকি! (চলবে)

জসিম মল্লিক: সাহিত্যিক, সাংবাদিক
jasim.mallik@gmail.com
jasimmallik.wordpress.com